

কুন্ডলিনী তত্ত্ব & 10 চক্র (পদ্ম)

কূল - কুন্ডলিনী তত্ত্ব

মরুদণ্ডের একদম নচিঠে ঠিকি সুষুন্না নাড়রি ঠিকি নচিঠে বা মূলাধার চক্রের নচিঠে এক শবিলঙ্গি আছে। সেই শবিলঙ্গিকে সাড়ে তনি পাকবে বদ্যুৎ বর্ণ কটি সূর্যতুল্য জোতরিময় সর্পাকার দুই মুখ বিশিষ্ট "কূল - কুন্ডলিনী" শক্তি আছে। এই কূল - কুন্ডলিনী দুইটি মুখ বিশিষ্ট। সকলের সুষুন্না নাড়কি একটি মুখ দ্বারা রুদ্ধ করিয়া মায়া - মোহের প্রভাবে ফেলিয়া রাখেন এবং সাড়ে তনি পাক শবিলঙ্গিকে বেষ্টন করিয়া আরেকটি মুখ পুরুষ শরীরে ডানদিকে এবং মহিলা শরীরে বামদিকে রাখিয়া জীবকে জড় মায়ায় মোহিত করে মহানদিরতি করে থাকেন। ইহা প্রত্যকে জবরে প্রত্যকে শরীরে থেকে উনপঞ্চাশ প্রাণশক্তিকে পরিচালিত করেন। ইহাই মহামায়ার আদিশক্তি সুক্ষ শক্তি যা শরীররূপী ব্রহ্মান্ডকে পূর্ণরূপে পরিচালনা করেন। শাস্ত্রে এই দ্বিগুণ শক্তিকে কূল - কুন্ডলিনী শক্তি বলা হয়েছে। ইনজিগ্রেত না হইলে কারোরই জীবনে মূল উদ্দেশ্য মুক্তিলাভ - এই লক্ষ্য কোনও জীবই লক্ষ্য করত পাবে না।

মূলাধার চক্র (পদ্ম)

মরুদণ্ডের শুরুরতে সুষুন্না নাড়ী এর ভিতরে বজ্রানাড়ী। বজ্রার অভ্যান্তরে চিত্রানীনাড়ী আছে। এই চিত্রানীনাড়ীর অভ্যান্তরে সব পদ্ম এবং সর্বপ্রথম মূলাধার চক্র অথবা মূলাধার পদ্ম অবস্থিত। ইহাই স্থূলশরীরের সবিনী (প্রসাবদ্বার এবং পায়ুদ্বার এর মধ্যে স্থান) স্থানে বসানো যায়। এই মূলাধার পদ্ম মানব শরীরের আধার। সেইজন্য একে মূল-আধার পদ্ম বলা হয়।

মূলাধার চক্র রক্তবর্ণ (লাল রঙের) এবং চতুর্দল পাপড়ি বিশিষ্ট হয়। এই চারটি পাপড়িতে স্বর্ণ রং দ্বারা চারটি বর্ণ অবস্থিত আছে। এই চারটি বর্ণ হল - "ব", "শ", "ষ", "স"। এই চারটি পাপড়িতে দোষ আছে। এই চারটি দোষ হল - (১) কাম (২) লোভ (৩) ক্রোধ (৪) মোহ।

মূলাধার পদ্মে পৃথিবীতত্ত্ব ও পৃথিবীর বীজমন্ত্র (লং) আছে। এই পৃথিবীতত্ত্বের মধ্যে ইন্দ্রদেবে আছে। এই ইন্দ্রদেবের অভ্যন্তরে ব্রহ্মা আছে। ব্রহ্মার উভয় হস্তের উপরে আদিশক্তি "ডাকিনী" নামক দ্বিগুণ শক্তি বদ্যমান।

এই সমগ্র দেবমন্ডলটিকে পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনা করছেন ভগবান গণেশ। সেইজন্য মূলাধার চক্রের দেবতা হইলেন গণেশ। মূলাধার চক্রের সাধনায় বাকসিদ্ধি লাভ হয়।

মূলাধার চক্রের গতিপথকে পর্যবেক্ষণ করেন সূর্যদেব বা রবিগ্রহ।
মূলাধার চক্র পৃথিবীতে তারাপীঠ নামক জায়গায় মূল শক্তিরূপে অবস্থান করছে।

মূলাধার চক্রের সাধনায় সাহায্যকারী রুদ্রাক্ষ হল - একমুখী রুদ্রাক্ষ, মূল হল বল্‌বমূল, ধাতু হল স্বর্ণ এবং রত্ন হল মানিক্য (রজ গুণের প্রতীক)। মূলাধার

চক্র হল চুম্বকীয় বা আকর্ষণ শক্তির প্রতীক।

স্বাধীষ্ঠান চক্র বা পদ্ম

চিত্রানীনাড়ীর অভ্যন্তরে দ্বিতীয় পদ্ম বা চক্র হল "স্বাধীষ্ঠান"। মানব স্থূলশরীরের লঙ্ঘিতদ্বারের সোজাসুজি মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থান ধরা হয়।

এই চক্র ছয়টি পাপড়ি বিশিষ্ট সুপ্রদীপ্ত অরুন বর্ণের (রং) হয়। ইহার ছয়টি পাপড়িতে ছয়টি বর্ণের অবস্থান। এই ছয়টি বর্ণ হলো - "ব", "ভ", "ম", "য", "র", "ল"। এক - একটি পাপড়িতে এক - একটি দোষ বিদ্যমান। দোষগুলি হলো - (১) অবজ্ঞা, (২) সুযোগ - সন্ধানী, (৩) প্রশয় অধর্ম, (৪) ক্রুরতা, (৫) অবিশ্বাস (সন্দেহ), (৬) সর্বনাশ।

স্বাধীষ্ঠান পদ্মের অভ্যন্তরে অর্ধা - চন্দ্রাকার বরুনমণ্ডল আছে। ইনি জলতত্ত্বের অধিপতি। বরুণদেবের বীজমন্ত্র - "বং" বিদ্যমান আছে। বরুণদেবের মধ্যে "হরি" আছেন। "হরির" উভয় হস্তমধ্যে আদর্শিক্তির "রাকনি" নামক চতুর্ভুজা ও গঠাবর্ণা দ্বিষ দবীশক্তি বিদ্যমান। এই সমগ্র দেবমণ্ডলটিকে পরিচালনা করছেন স্বয়ং মা দূর্গা। সেই স্বাধীষ্ঠান চক্রের দেবতা হলেন মা দূর্গা।

স্বাধীষ্ঠান চক্রের সাধনা করলে ভক্তিরূপী শক্তির বৃদ্ধি হয়।

স্বাধীষ্ঠান চক্রের গতিপথকে পর্যবেক্ষণ করছেন শুক্র গ্রহ।

স্বাধীষ্ঠান চক্র পৃথিবীতে কাশী বিশ্বনাথ নামক জায়গায় মূল শক্তিরূপে অবস্থান করছেন।

স্বাধীষ্ঠান চক্রের সাহায্যকারী বুদ্ধাক্ষ হল - ছয়মুখী বুদ্ধাক্ষ, মূল হল- রাম বাসক, ধাতু হল- প্লাটিনাম, রত্ন হল- হীরা (রজ গুণের গুণী)।

স্বাধীষ্ঠান চক্র হল নারী - পুরুষের আকর্ষণের প্রতীক।

মনপুর চক্র বা পদ্ম

চিত্রানাড়ীর অভ্যন্তরে তৃতীয় পদ্ম বা চক্র হলো মনপুর। মানব শরীরের নাভির সোজাসুজি মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থান ধরা হয়।

এই পদ্মটি দশটি পাপড়ি বিশিষ্ট। পীত বর্ণের (রং) হয়। ইহার দশটি পাপড়িতে দশটি বর্ণের অবস্থান। সেই দশটি বর্ণ হলো - "ড", "ঢ", "ণ", "ত", "থ", "দ", "ধ", "ন", "প", "ফ"। এই দশটি বর্ণ ঘোর নীল বর্ণের এবং এক - একটি পাপড়িতে এক - একটি দোষ বিদ্যমান। দোষগুলি হলো - (১) লজ্জা, (২) কৃপণতা, (৩) ঈর্ষা, (৪) অলসতা, (৫) বিষাদ, (৬) অবসাদ, (৭) তৃষ্ণা, (৮) আসক্তি, (৯) ঘৃণা ও (১০) ভয়।

মনপির পদ্মের অভ্যন্তরে ত্রিকোণ অগ্নিমন্ডল আছে। এই অগ্নিমন্ডলের বীজ মন্ত্র "রং" এই অগ্নিমন্ডলের মধ্যে অগ্নিদেবে বদ্যমান আছে। অগ্নিদেবের মধ্যে রুদ্রদেবে আছে। রুদ্রদেবের উভয়হস্তে চতুর্ভুজা সদিরবর্ণা "লাকনি" নামক দ্বি-দেবীশক্তি বদ্যমান। এই সমগ্র মনপির দেবমন্ডলটি পরিচালনা করছেন স্বয়ং সূর্যদেবে। সেইজন্য মনপির দেবতা হলেন সূর্যদেবে।

মনপির চক্রে সাধনা করলে আরোগ্য - ঐশ্বর্যলাভ হয়। মনপির চক্রে গতিপথকে পর্যবেক্ষণ করছেন চন্দ্রগ্রহ। মনপির চক্র পৃথিবীতে পুরুষোত্তম ধাম জগন্নাথ পুরীতে মূল শক্তিরূপে অবস্থান করছেন।

মনপির চক্রে সাহায্যকারী রুদ্রাক্ষ - দুই মুখী রুদ্রাক্ষ, মূল হলো - কষিকি, ধাতু হলো - রূপা, রত্ন হলো - মুক্তা/চন্দ্রাকান্তমণি (রজ গুণের প্রতীক), মনপির চক্র ক্রোধের প্রতীক।

অন্য চক্র

চিত্রানীনাড়ীর অভ্যন্তরে চতুর্থ পদ্ম বা চক্র হলো "অন্য"। মানবশরীরের বক্ষের সোজাসুজি মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থান ধরা হয়।

এই চক্রটি বারোটি পাপভিশিষ্ট। তৃণ সবুজ বর্ণের (রং) হয়। ইহার বারোটি পাপভিতে বারোটি বর্ণের অবস্থান। সেই বারোটি বর্ণ হলো - "ক", "খ", "গ", "ঘ", "ঙ", "চ", "ছ", "জ", "ঝ", "ঞ", "ট", "ঠ"। এই বারোটি বর্ণ সদির বর্ণের এবং এক - একটি পাপভিতে এক - একটি দোষ বদ্যমান। দোষগুলি হলো - (১) আশা, (২) চিন্তা, (৩) চেষ্টা, (৪) মমতা, (৫) দম্ভ, (৬) বকিতা, (৭) অববিক, (৮) অহংকার, (৯) লোলুপতা, (১০) কপটতা, (১১) বতিরক ও (১২) অনুতাপ।

অন্য চক্রে অভ্যন্তরে ষটকোণযুক্ত বায়ুমন্ডল এবং বায়ুর বীজ মন্ত্র - "যং" বদ্যমান আছে। বায়ুদেবের মধ্যে বাণলিঙ্গ শিবি "হংসতত্ত্ব", "অষ্টদলপদ্ম" আছে। অষ্টদল পদ্মের মধ্যে পুরাণপুরুষ ও জীবাত্মার হংসতত্ত্ব বদ্যমান আছে। এই অষ্টদল পদ্মের এই আটটি পাপভিতে অনমি, লঘমি ইত্যাদি অষ্টসদিধি বদ্যমান আছে। এই অষ্টদল পদ্মের বাইরে বাণলিঙ্গ শিবের হাতে "পীতবর্ণা কাকিনী" নামক দ্বি-শক্তিসম্পন্ন দেবী বদ্যমান আছে। আর অষ্টদল পদ্মের মধ্যবিন্দু হতে ব্রহ্মনাড়ী - ৭২০০০ নাড়ীর জালকে অতিক্রম করে উর্দ্ধগমন করেছে। অন্য চক্রে এই দ্বিমন্ডলটিকে পূর্ণরূপে ভগবান বসিণু পরিচালনা করেন। তাই অন্য চক্রে দেবতা হলেন স্বয়ং বসিণু।

অন্য চক্রে সাধনা করে অনমিদি অষ্ট - ঐশ্বর্য লাভ করা যায়।

অনাহত চক্রে গতিপিককে পর্যবেক্ষণ করেন বুদ্ধ গ্রহ।

অনাহত চক্র পৃথিবীতে বৃন্দাবন ধামে মূল শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে।

অনাহত চক্রে সাহায্যকারী রুদ্রাক্ষ হলো - চার মুখী রুদ্রাক্ষ ,মূল হলো - দারুক, ধাতু হলো - স্বর্ণ ,রত্ন হলো - পান্না ((রজ গুণের প্রতীক), অনাহত চক্র হলো বাসনার প্রতীক।

বিশুদ্ধ চক্র

চিত্রানাড়ীর অভ্যন্তরে ব্রহ্ম নাড়ীর অভ্যন্তরে পঞ্চম পদম বা চক্র হলো বিশুদ্ধ পদম বা চক্র। মানবশরীরের গলার সোজাসুজি মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থান ধরা হয়।

এই চক্রটি ষোলটি পাপড়ি বিশিষ্ট। আকাশি বর্ণের (৫) হয়।

ইহার ষোলটি পাপড়িতে ষোলটি বর্ণের অবস্থান। সেই ষোলটি বর্ণ হলো - 'অ', 'আ', 'ই', 'ঈ', 'উ', 'ঊ', 'ঋ', 'ঌ', 'এ', 'ঐ', 'ও', 'ঔ', 'অঃ অং',। এই বর্ণগুলি শিখোঁ পুষ্পের রং এর হয়। এর প্রত্যেকটা পাপড়িতে বিভিন্ন শক্তি সমাহার হয়েছে।

১)নষাদ, ২)ঋষভ, ৩)গান্ধার, ৪)ষড়্জ, ৫)মধ্যম, ৬)ধৈবত, ৭)ওংহং, ৮)ফট, ৯)বটীশট, ১০)বসত ১ ১) স্বহা, ১২)নমঃ ১৩)বষি ,১৪)অমৃত, ১৫)পঞ্চম , ১৬) সপ্তস্বর ।

এই পদ্মের কর্ণকায় সফটিক সদৃশ, আকাশ দেবতা এবং তার বীজমন্ত্র 'হং' প্রতিষ্ঠিত আছে। আকাশ দেবতার অভ্যন্তরে সদা শবি বিদ্যমান আছে। আসনসূত সদা শবিরে হস্তগত 'শাকিনী ' রূপে পীত বাসনা।, অর্ধ -নারীশ্বর , মহান দিব্য শক্তি সম্পন্ন দেবী অবস্থান করছেন।

এই চক্রে পরচালনাকারী মূল দেবতা হলেন ভগবান শবি।

বিশুদ্ধ চক্র পৃথিবীতে কদোরনাথে মূল শক্তিরূপে অবস্থান করছে।

বিশুদ্ধ চক্রে সাধনা করলে ক্ষুদা- তৃণার উপর বজ্র প্রাপ্ত হয় এবং উপরোক্ত দিব্যগুণ ও দিব্যশক্তি লাভ হয়।

বিশুদ্ধ চক্রে সাহায্যকারী রুদ্রাক্ষ - তিন মুখী, মূল হলো- অনন্ত , ধাতু হলো - তামা , রত্ন হলো - লাল প্রবাল।

বিশুদ্ধ চক্র উদারতার প্রতীক।

কূটস্থ

মনুষ্য শরীরে দুইটি ভুরুর মধ্যখানে কূটস্থ যাহা আজ্ঞাচক্রে মূল প্রবেশদ্বার বলা হয়। এই কূটস্থ - এর মধ্যে এক দিব্য গুহা আছে ইহাকে "ধর্মগুহা " বলা হয়।

এই গুহাতে যোগসাধনের মধ্যে প্রবেশিত হলে কর্ম তত্ত্বের জ্ঞান (আরাধ্য - প্রারাদ্য- সঞ্চিত) লাভ হয়। এই গুহার মধ্যে আমাদের লক্ষ লক্ষ জন্মের স্মৃতি

, লক্ষ লক্ষ কর্মমূল সঞ্চিত থাকে। এই কর্মমূলের মধ্যে গভীর অন্ধকারময় কালরাত্রিপথের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এই কূটস্থ ভেদে হওয়ার পরে আজ্ঞাচক্রে প্রবশে করা যায়। তাই যোগীকে প্রথম কূটস্থে স্থিতিকরতে হয়, তবেই কূটস্থ ভেদে করা সম্ভব হয়।

এই কূটস্থের আকার বর্তমানে আবিস্কৃত এক ইলেক্ট্রন কণার আকারে থেকে আরও ৪২ হাজার গুণ সূক্ষ্মতম। আর মন ইলেক্ট্রন কণার থেকে ৪৮ গুণ ছোট, যাহা কূটস্থের প্রবশের রাস্তা হতে মনের আয়তন ৩৯৫২ গুণ বড়। তাই মন কখনোই কূটস্থের ওপরে উঠতে পারে না। তাই সাধনার সময় মন কূটস্থের নচিটে আটকে যায়, কূটস্থ আর প্রবশে করতে পারে না। সজেন্য কূটস্থ মনের অতীত অবস্থা। তাই ইহাই "এবং মানুষ গোচরম" অবস্থার শুরু হয়। অর্থাৎ, জড় জগৎ থেকে চৈতন্যময় জগতের 'জংশন' ধরা হয়। সৃষ্টিতে এই কূটস্থকে "ব্রহ্মযোনি" বলা হয়।

মানুষের "দ্বিষ্যচক্ষু" হল আধ্যাত্মিক / ধার্মিক চোখ যা আমাদের ভ্রুর মধ্যবর্তী অল্প উপরে কপালের মধ্যে পরাসুষুম্নার মধ্যে কূটস্থকেন্দ্রের অভ্যন্তরে অবস্থিতি - যার সাহায্যে গভীরভাবে ধ্যানরত যোগী পরাজ্যোতির সুন্দর অভ্যন্তরীণ পরাজগতকে দেখেন এবং আনন্দে গভীর ধ্যানে প্রবশে করেন।

আজ্ঞাচক্র

অপরাসুষুম্নানাড়ির অভ্যন্তরে (মূল ব্রহ্ম নাড়ি) দুই পাপড়ি বিশিষ্ট আজ্ঞাচক্র। এটি মানবশরীরের দুই ভ্রুর মধ্যে অবস্থিতি কূটস্থের ঠিকি ওপরে অবস্থিতি।

এই চক্রটি দুটি পাপড়ি বিশিষ্ট। বগুনী, নীল, স্বতে বর্ণের - এই তিনটি বর্ণ (রং) মিশ্রিত হয়। ইহার দুটি পাপড়িতে দুটি বর্ণের অবস্থান। এই দুটি বর্ণ হলো - 'হ', 'ক্‌ষ',।

আজ্ঞাচক্রের মূল কর্ণিকা ত্রিকোণ মন্ডলের মধ্যে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, স্বত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ। চন্দ্রবীজ 'ঐ' এবং শূক্লা বর্ণা, 'হাকনি' রূপি দ্বিষ্য শক্তি সম্পূর্ণ দেবী। এই চক্রের মূল পরিচালনা শক্তি অক্ষর পুরুষ। তাই এই চক্রের দেবতা হলেন অক্ষর পুরুষ। যাহা ত্রিদিবের মিলিত শক্তি।

এই চক্রে ইরা, পঙ্গলা, সুষমা তিনটি নাড়ির সংযোগস্থল হয়েছে। তাই এটিকে ত্রিকূট বা ত্রিবিণী সঙ্গম বলে। এই ত্রিবিণী অন্ত স্নান করলে আর পূর্নরজ্জ্ব হয় না।

আজ্ঞাচক্রের কর্ণিকার মধ্যে অর্ধ চন্দ্র বিদ্যমান। এই অর্ধ চন্দ্রের উপরে বিন্দু এবং বিন্দুর উপরে প্রশান্তিদেবী বিদ্যমান আছে।

এই বিন্দুর অভ্যন্তরে, মহান জ্ঞান চক্ষু বা দ্বিষ্যচক্ষুর অবস্থান। এই জ্ঞান চক্ষুর উন্মিলিত হলে সাধকের আত্মস্বরূপে দর্শন হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। এই আত্মজ্ঞান লাভ করলে জন্ম মৃত্যুর চক্রে বন্ধন হতে বলিপ্ত হয়ে মুক্তির পথ লাভ হয়। তাই এই আজ্ঞাচক্রকে জ্ঞান চক্র বলা হয়। ইহাকে বিজ্ঞানময় কণা বলা হয়।

আজ্ঞাচক্রের গতিপথকে পর্যবেক্ষণ করছেন বৃহস্পতি গ্রহ। আজ্ঞাচক্র পৃথিবীতে বদ্রীনাথ ধামে মূল শক্তি রূপে অবস্থান করছেন।

আজ্ঞাচক্রে সাহায্যকারী রুদ্রাক্ষ - পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ , মূল - ব্রহ্মযষ্টি, ধাতু - স্বর্ণ, রত্ন - পোখরাজ । আজ্ঞাচক্র আত্মজ্ঞানের প্রতীক।

ললনা চক্র বা পদ্ম

কপালরে উপরে অপরা সুষুম্নার অভ্যন্তরে ৬৪ টি পাপড়ি বিশিষ্ট ললনা চক্র অবস্থতি আছে। এই পদ্মে 'অং' তত্ত্বের স্থান। এই পদ্মে অমৃতকষণকারী গ্রন্থি আছে। নম্বিকাম সাধনা ও ঈশ্বর সমর্পনের দ্বারা এই চক্রে পট্টোছানো যায়। ইহা অতি গুপ্ত ও সূক্ষ্ম।

এই চক্রের সাধনা করলে খেচরী সদ্ধি হয়। এই চক্রের বৃহস্পতি গ্রহের পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই চক্র পৃথিবীতে "ওম" পর্বতরূপী তীর্থস্থানে অবস্থান করছে। এই চক্রের সাধনায় সাহায্যকারী রুদ্রাক্ষ হলো - নয় মুখী রুদ্রাক্ষ , মূল হলো - ব্রহ্মযষ্টি, ধাতু হলো - স্বর্ণ। এই চক্রের দেবতা হলেন আদিশক্তি।

গুরু চক্র বা পদ্ম

মস্তষ্কিরে ব্রহ্মরূপে শ্বতেবর্ণ শতদল বিশিষ্ট অষ্টম পদ্ম গুরু পদ্ম বা গুরু চক্র নামে অবস্থতি। এই পদ্মের মণিকর্ণিকায় ত্রিকোণমণ্ডল আছে। এই ত্রিকোণমণ্ডলে তিনটি বর্ণ আছে। যথাক্রমে :- 'হ', 'ল', 'ক্' এই ত্রিকোণমণ্ডলকে শক্তি মণ্ডল বলে। এই শক্তি মণ্ডলের ওপরে তজোময় হংসবিন্দু (আগম ও নগিম) অবস্থান করছে। এই হংস তত্ত্বই গুরুদেবের পাদপীঠ ধরা হয়।

এই পাদপীঠের মধ্যে গুরুবজ্র বিদ্যমান। যাহা কটাসূর্যতুল্য। এই বীজের বাঁপাশে গুরুপত্নী শক্তি বিদ্যমান। এই গুরু এবং গুরু শক্তি তত্ত্বের উপরে সহস্র দল পদ্মটি ছাতার মতন অবস্থান করছে। এই গুরুপদ্মে দিব্যজ্ঞান এবং সর্বসদ্বিধি বিদ্যমান থাকে। এই গুরু চক্রকে ও গ্রহ বৃহস্পতির ও শনি নরীকষণের মধ্যে থাকে। এই গুরু পদ্মের সাহায্যকারী রুদ্রাক্ষ হলো - ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, মুখী রুদ্রাক্ষ , মূল হলো - বল্লব মূল , অশ্বগন্ধা মূল , চন্দন মূল , ধাতু হলো - স্বর্ণ , শাস্ত্রের "অখন্ডমণ্ডলকারণম"..... তত্ত্ব এই চক্রে অবস্থান।

সহস্রার চক্র বা পদ্ম

গুরু চক্রের ঠিক ওপরে ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রার চক্র অবস্থতি। সহস্রদল পদ্মের চারদিকে পঞ্চাশদল পাপড়ি অবস্থতি এবং এক এর ওপরে এক কুড়িস্তরে সজ্জতি। প্রত্যেক স্তরে পঞ্চাশ মাত্রিক বর্ণ আছে। এই সহস্রদল পদ্মের কণিকার মধ্যে ত্রিকোণ মণ্ডল আছে। ত্রিকোণ মণ্ডলের মধ্যে "হ", "ল", "ক্" তিনটি বর্ণ বিদ্যমান। এই তিনটি অক্ষরের মধ্যবিন্দুতে "অম" নামক কলা আছে। তাঁর মধ্যে "আনন্দ ভৈরবী" নামক দিব্য যোগমায়া শক্তি বিদ্যমান। তাঁর মধ্যে এক কটাসূর্য বৎ পরমব্রহ্ম স্বরূপ বিদ্যমান আছেন, ইহাকে জানিলেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার বলা

হয়। ইহাকে জানলিহে নরিবাণ মুক্তি হয়।

এই সহস্রারচক্রে মহাবুদ্ধ ও মহাকালীর অবস্থান। এই পদ্মের তীর্থস্থান কলৌস , এই পদ্মের গ্রহ হলো - শনি, এই চক্রে মূল তত্ত্ব ব্রহ্মসাক্ষাৎ, এই পদ্মের মূল দেবতা হলো- পরব্রহ্ম , এই পদ্মের সাহায্যকারী রুদ্রাক্ষ হলো ১ থেকে ১৪ মুখী (মূল রুদ্রাক্ষ ৭ মুখী) রুদ্রাক্ষ।

মূলা চক্র

সহস্রদল চক্রে ওপরে মূলাচক্রে অবস্থান। এই চক্রে কোনও পাপড়ি নেই। এখানে পরম ব্রহ্ম রয়েছে। শরীর থাকাকালীন এই চক্রে পট্টাছে গেলে ভগবান স্তরে পট্টাছান যাই। যমেন- ভগবান রাম। মূলা চক্রে কবল্য লাভ ও ব্রহ্ম বদ্বি লাভ হয়। মস্তক গ্রন্থি থেকে দুইটিনাড়া ভাগ হয়েছে। একটা নাড়িমস্তক থেকে পছিন দিয়ে মূলা চক্রে গেছে তার নাম অপরা সুষুন্না। আর একটা পরা সুষুন্না নাড়ি যেটি মস্তক থেকে সামনে দিয়ে গেছে। অপরা সুষুন্না নাড়ি বন্ধ থাকে। তাই এই নাড়ি দিয়ে মূলা চক্রে সহজে পট্টাছানো যাই না। যোগীরা সাধনা করে এই নাড়ি ভেদ করে। এইভাবে ব্রাহ্মরন্ধ্র ভেদ করে দেহ ছাড়ো। আবার পরা সুষুন্না নাড়ি মস্তকগ্রন্থি থেকে আঞ্জাচক্র সঞ্জন ললাচক্র তারপর গুরুচক্র ও সহস্রার চক্র ভেদ করে মূলা চক্রে প্রবেশ করে। মূলাচক্রে নরিবীজ সমাধি লাভ করে পুনরায় আঞ্জাচক্রে এসে সংসারকি প্রারাদ্ধ কর্ম করে। একে অচ্যুত নারায়ন স্থিতি বলে। মূলাচক্রে ভগবান স্তরে যাওয়ার পর পুনরায় সহস্রার চক্র, গুরু চক্র, ললোনা চক্র, আঞ্জাচক্র, বশিদ্ধ চক্র , অনাহত চক্র , মনপুর চক্র, স্বাধিস্থান ও মূলাধার চক্রে পুনরায় আসে। একে দশ চক্রে ভগবান ভূত বলা হয়। আমাদের শরীরটা পঞ্চমহা ভূতে লয় হয়ে পুনরায় পঞ্চমহা ভূতে ফিরে আসে। এইভাবে চক্রাকারে চলতে থাকে।



